104

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 FEB 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

এইচএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ

বগুড়ার ২১জন সরকারী কলেজ অধ্যক্ষ সাসপেন্ড ॥ সুষ্ঠু তদন্ত দাবী

বগুড়া সংবাদদাতা ॥ প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২১ জন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত করায় অভিযুক্ত অধ্যক্ষগণ সুষ্ঠু তদন্তের দাবী জানাইয়াছেন।

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের ১৯৯৭ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষায় দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ২১টি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও ১১ জন শিক্ষাবোর্ড কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছে। ইহাছাড়াও ২৬০টি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ভাতার সরকারী অংশ গত অক্টোবর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কলেজের অধ্যক্ষগণ জানান, তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত না করিয়াই মনগড়াভাবে কেবলমাত্র কম্পিউটারের সিট ও ফলাফল দেখিয়াই সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করিলেই

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

কলেজ অধ্যক্ষ

(৩য় পৃঃ পর)

প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। জানা যায়, সাময়িক বরখাস্তকৃত ২১ জন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪ জন এল পি আর ও রহিয়াছেন। অপর ১৭ জন অধ্যক্ষের মধ্যে বগুড়া সরকারী শাহ সুলতান কলেজের বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ আব্দুল লতিব খান জানান, মোঃ বুলবুল আহম্মেদ নামক একজন ছাত্রের পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছে। মোঃ বুলবুল ১৯৯৭ সালের এইচ, এস,সি পরীক্ষায় একজন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে সরকারী শাহ সুলতান কলেজ হইতে পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর টেড্রলেশন শীটে উক্ত পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত ঘোষণা করা হয়। মোঃ বুলবুল আহম্মেদকে শিবগঞ্জ এমএইচ কলেজের ছাত্র হিসাবে উল্লেখ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে সরকারী শাহ সুলতান কলেজের ছাত্র। শাহ সুলতান কলেজের অধ্যক্ষের কোন অনিয়ম না থাকিলেও তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছে। অপর কলেজগুলির ব্যাপারেও একই অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। সুষ্ঠু তদন্ত হইলেই প্রকৃত ঘটনা বাহির হইবে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।